সিন্দূরারুণবিগ্রহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্যমৌলিস্ফুরৎ
তারানায়কশেখরাং স্মিতমুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্ ।
পাণিভ্যামলিপূর্ণরত্নচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং
সৌম্যাং রত্নঘটস্থরক্তচরণাং ধ্যায়েৎপরামম্বিকাম্ ॥

সিন্দূরারুণবিগ্রহাং - **সিন্দূর** – সিঁদুর **অরুণ** - উদীয়মান সূর্যের মতো লাল আভা বা রক্তিম বর্ণ।**বিগ্রহাং** : যাঁর মূর্তি বা শরীর। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর শরীর সিঁদুরের মতো রক্তিম বর্ণের। **ত্রি-নয়নাম্** – তিন-নয়নী

মানিক্য-মৌলি-স্ফুরত্-তারা-নায়ক-শেখরাম্ - **মাণিক্য**: মাণিক্য বা চুনি রত্ন। **মৌলি**: মুকুট। **স্ফুরৎ**: যা উজ্জ্বল বা শোভা পাচ্ছে। **তারানায়ক**: তারকাদের নায়ক, অর্থাৎ চাঁদ। **শেখরাং**: যাঁর চূড়া বা শিরোভূষণ। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর মাণিক্যখচিত মুকুটে উজ্জ্বল চন্দ্রকলা শিরোভূষণ রূপে শোভা পাচ্ছে।

স্মিতমুখীং - **স্মিত**: মৃদু হাসি। **মুখীং**: যাঁর মুখ। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর মুখমণ্ডলে সর্বদা মৃদু হাসি লেগে আছে।

আপীন-বক্ষ-রুহাম্ – পূর্ণ/সু-বিকশিত স্তনযুগলযুক্ত **আপীন**: পরিপূর্ণ বা উন্নত। **বক্ষোরুহাম্**: যাঁর বক্ষস্থল। **পূর্ণ** অর্থ: যাঁর বক্ষস্থল পরিপূর্ণ।

পাণিভ্যাম্ - পাণি: হাত। ভ্যাম্: দুটি। **পূর্ণ অর্থ**: দুই হাতে।

অলিপূর্ণরত্নচষকং - **অলি**: মধু বা অমৃত। **পূর্ণ**: ভরা। রত্ন: রত্নখচিত। **চষকং**: পানপাত্র। **পূর্ণ অর্থ**: অমৃত বা মধুতে পূর্ণ রত্নের পানপাত্র।

রক্তোৎপলং - রক্ত: লাল। উৎপলং: পদ্ম। **পূর্ণ অর্থ**: একটি রক্তপদ্ম বা লাল পদ্ম।

বিভ্রতীং: যিনি ধারণ করে আছেন। **সৌম্যাং**: যিনি সৌম্য, শান্ত এবং সুন্দর রূপিণী।

রত্নঘটস্থরক্তচরণাং - রত্নঘট: রত্নের কলস। স্থ: যার উপর অবস্থিত। **রক্ত**: রক্তিম। **চরণাং**: যাঁর চরণ বা পা। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর রক্তিম চরণযুগল একটি রত্নকলসের উপর স্থাপিত।

ধ্যায়েৎ : ধ্যান করা উচিত। **পরামম্বিকাম্**: সেই পরম মাতা বা জগজ্জননীর।

অরুণাং করুণাতরঙ্গিতাক্ষীং

ধৃতপাশাঙ্কুশপুষ্পবাণচাপাম্ ।

অণিমাদিভিরাবৃতাং ময়ুখৈঃ

অহমিত্যেব বিভাবয়ে ভবানীম্ ॥

অরুণাং – **অরুণ**: উদীয়মান সূর্য। পূর্ণ অর্থ: যিনি উদীয়মান সূর্যের ন্যায় রক্তিম আভাযুক্তা।

করুণাতরঙ্গিতাক্ষীং – **করুণা**: দয়া, কৃপা। **তরঙ্গিত**: যা তরঙ্গের মতো। **অক্ষীং**: যাঁর চোখ। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর নয়নযুগল করুণার তরঙ্গে পূর্ণ।

ধৃতপাশাঙ্কুশপুষ্পবাণচাপাম্ – **ধৃত**: যিনি ধারণ করেছেন। **পাশ**: পাশ (রজ্জু)। **অঙ্কুশ**: অঙ্কুশ। **পুষ্পবাণ**: ফুলের বাণ বা তীর। **চাপাম্**: ধনু। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি (চারি হস্তে) পাশ, অঙ্কুশ, পুষ্পবাণ এবং ধনু ধারণ করে আছেন।

অণিমাদিভিরাবৃতাং ময়ুখৈঃ – **অণিমাদিভিঃ**: অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি দ্বারা। **ময়ুখৈঃ**: কিরণ বা রশ্মিসমূহ দ্বারা। **আবৃতাম্**: যিনি বেষ্টিতা। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি অণিমা ইত্যাদি সিদ্ধি রূপ কিরণ দ্বারা পরিবৃতা হয়ে আছেন।

অহমিত্যেব বিভাবয়ে ভবানীম্ – **অহম্ ইতি এব**: আমিই তিনি, এই অভেদ রূপে। **বিভাবয়ে**: আমি ভাবনা করি বা ধ্যান করি। **ভবানীম্**: দেবী ভবানীকে। **পূর্ণ অর্থ**: আমিই সেই দেবী ভবানী, এই অভেদ জ্ঞানে আমি তাঁর ভাবনা করি।

ধ্যায়েৎপদ্মাসনস্থাং – **ধ্যায়েৎ**: ধ্যান করা উচিত। **পদ্মাসনস্থাং**: যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁর ধ্যান করা উচিত।

বিকসিতবদনাং – বিকসিত: প্রস্ফুটিত। **বদনাং**: যাঁর মুখমণ্ডল। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় আনন্দময়।

পদ্মপত্রায়তাক্ষীং – **পদ্মপত্র**: পদ্মের পাপড়ি। **আয়ত**: বিস্তৃত বা দীর্ঘ। **অক্ষীং**: যাঁর চোখ। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর চোখ দুটি পদ্মের পাপড়ির মতো টানা টানা ও সুন্দর।

ধ্যায়েৎপদ্মাসনস্থাং বিকসিতবদনাং পদ্মপত্রায়তাক্ষীং
হেমাভাং পীতবস্ত্রাং করকলিতলসদ্ধেমপদ্মাং বরাঙ্গীম্ ।
সর্বালঙ্কারযুক্তাং সততমভয়দাং ভক্তনম্রাং ভবানীং
শ্রীবিদ্যাং শান্তমূর্তিং সকলসুরনুতাং সর্বসম্পৎপ্রদাত্রীম্ ॥

হেমাভাং - **হেম**: সোনা। **আভাং**: যাঁর কান্তি বা দ্যুতি। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর শরীরের আভা স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল।

পীতবস্ত্রাং - **পীত**: হলুদ। **বস্ত্রাং**: যাঁর বস্ত্র। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি হলুদ রঙের বস্ত্র পরিধান করে আছেন।

করকলিতলসদ্ধেমপদ্মাং - **কর**: হাত। **কলিত**: ধারণ করা। **লসৎ**: উজ্জ্বল বা শোভমান। **হেমপদ্মাং**: সোনার পদ্ম। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর পবিত্র হাতে একটি উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্ম শোভা পাচ্ছে।

বরাঙ্গীম্ - **বর**: শ্রেষ্ঠ, সুন্দর। **অঙ্গীম্**: যাঁর অঙ্গ। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি পরমাসুন্দরী বা শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অধিকারিণী।

সর্বালঙ্কারযুক্তাং - **সর্ব**: সকল। **অলঙ্কার**: গহনা। **যুক্তাং**: যিনি ভূষিতা। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা।

সততমভয়দাং - **সততম্**: সর্বদা। **অভয়দাং**: যিনি অভয় দান করেন। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি ভক্তদের নিরন্তর অভয় প্রদান করেন।

ভক্তনম্রাং ভবানীং - **ভক্তনম্রাং**: ভক্তদের প্রতি যাঁর করুণা (অথবা যাঁর প্রতি ভক্তরা নত)। **ভবানীং**: দেবী ভবানীকে। **পূর্ণ অর্থ**: ভক্তবৎসল সেই দেবী ভবানীকে।

শ্রীবিদ্যাং - যিনি শ্রীবিদ্যা স্বরূপিণী (দশমহাবিদ্যার অন্যতম রূপ)।

শান্তমূর্তিং - শান্ত: শান্ত। মূর্তিং: যাঁর মূর্তি। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি শান্ত ও সৌম্য মূর্তির অধিকারিণী।

সকলসুরনুতাং - সকল: সমস্ত। সুর: দেবতা। **নুতাং**: যিনি বন্দিতা। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি সকল দেবগণ দ্বারা পূজিতা ও বন্দিতা।

সর্বসম্পৎপ্রদাত্রীম্ - সর্ব: সকল। সম্পৎ: সম্পদ, ঐশ্বর্য। প্রদাত্রীম্: যিনি প্রদান করেন। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি সকল প্রকার সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন।

সকুঙ্কুমবিলেপনামলিকচুম্বিকস্তূরিকাং

সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপপাশাঙ্কুশাম্ ।

অশেষজনমোহিনীমরুণমাল্যভূষাম্বরাং

জপাকুসুমভাসুরাং জপবিধৌ স্মরেদম্বিকাম্ ॥

সকুঙ্কুমবিলেপনাম্ – স: সহিত বা যুক্ত। কুঙ্কুম: কুমকুম। বিলেপনাম্: যাঁর অঙ্গলেপন। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর শ্রীঅঙ্গ কুমকুমের লেপনে চর্চিত।

অলিকচুম্বিকস্তূরিকাম্ – **অলিক**: কপাল বা ললাট। **চুম্বি**: যা স্পর্শ করছে। **কস্তূরিকাম্**: কস্তূরীর তিলক। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর ললাটে কস্তূরীর তিলক শোভা পাচ্ছে।

সমন্দহসিতেক্ষণাম্ – স: সহিত। মন্দহসিত: মৃদু হাসি। **ঈক্ষণাম্**: যাঁর দৃষ্টি। **পূর্ণ অর্থ**: যাঁর দৃষ্টি মৃদু হাসিপূর্ণ।

সশরচাপপাশাঙ্কুশাম্ – স: সহ। **শর**: বাণ। **চাপ**: ধনু। **পাশ**: পাশ বা রজ্জু। **অঙ্কুশাম্**: অঙ্কুশ। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি (চারি হস্তে) **বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ** ধারণ করে আছেন।

অশেষজনমোহিনীম্ – **অশেষ**: সকল, সমস্ত। **জন**: লোক। **মোহিনীম্**: যিনি মোহিত করেন। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি সকল লোককে নিজ রূপে মোহিত করেন।

অরুণমাল্যভূষাম্বরাম্ – অরুণ: রক্তবর্ণ। মাল্য: মালা। ভূষা: অলঙ্কার। **অম্বরাম্**: বস্ত্র। **পূর্ণ অর্থ**: যিনি রক্তবর্ণের মালা, অলঙ্কার ও বস্ত্র পরিধান করেছেন।

জপাকুসুমভাসুরাম্ – জপাকুসুম: জবা ফুল। **ভাসুরাম্**: যাঁর কান্তি বা আভা। পূর্ণ অর্থ: যাঁর দেহের কান্তি রক্তজবা ফুলের মতো উজ্জ্বল।

জপবিধৌ স্মরেদম্বিকাম্ – **জপবিধৌ**: জপ করার সময়। **স্মরেৎ**: স্মরণ করা উচিত। **অম্বিকাম্**: মাতা অম্বিকাকে। **পূর্ণ অর্থ**: জপের সময় মাতা অম্বিকার এই রূপ স্মরণ করা উচিত।

প্রথম শ্লোক: ভাবার্থ:

সেই পরম মাতা অম্বিকার ধ্যান করা উচিত, যাঁর **শ্রীঅঙ্গ সিঁদুরের মতো রক্তিম**, যিনি **ত্রিনয়না।** যাঁর **মাণিক্যখচিত মুকুটে চন্দ্রকলা শোভা পাচ্ছে**, যাঁর **মুখে মৃদু হাসি** এবং যিনি **করুণার প্রতিমূর্তি।** তিনি তাঁর **দুই হাতে অমৃতপূর্ণ রত্নপাত্র এবং একটি রক্তপদ্ম** ধারণ করে আছেন। সেই সৌম্যরূপিণী দেবীর র**ক্তিম চরণযুগল একটি রত্নকলসের উপর স্থাপিত**।

দ্বিতীয় শ্লোক: ভাবার্থ:

আমি সেই দেবী ভবানীর ভাবনা করি, **যিনি উদীয়মান সূর্যের ন্যায় রক্তিম আভাযুক্তা** এবং যাঁর **নয়নযুগল করুণার তরঙ্গে পূর্ণ।** তিনি তাঁর হস্তে **পাশ, অঙ্কুশ, পুষ্পবাণ এবং ইক্ষুধনু** ধারণ করে আছেন। তিনি **অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি রূপ কিরণ দ্বারা পরিবেষ্টিতা।** 'আমিই সেই দেবী'—এই অভেদ জ্ঞানে আমি তাঁর ধ্যান করি।

তৃতীয় শ্লোক: ভাবার্থ:

(সেই দেবীর) ধ্যান করা উচিত, **যিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, যাঁর মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়,** এবং যাঁর **চোখ দুটি পদ্মপত্রের মতো আয়ত।** যাঁর **দেহের কান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি পীতবস্ত্র পরিহিতা** এবং যাঁর হস্তে একটি স্বর্ণপদ্ম শোভা পাচ্ছে। **তিনি সর্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতা**, ভক্তদের প্রতি সতত করুণাময়ী ও অভয়দাত্রী। সেই শ্রীবিদ্যা স্বরূপিণী, শান্তমূর্তি, সকল দেবতা দ্বারা বন্দিতা এবং সর্বসম্পদ প্রদানকারী দেবী ভবানীর ধ্যান করি।

চতুর্থ শ্লোক: ভাবার্থ:

জপ করার সময় মাতা অম্বিকার সেই রূপ স্মরণ করা উচিত, **যাঁর সমগ্র শরীর কুঙ্কুম লেপনে চর্চিত** এবং **ললাটে কস্তূরীর তিলক শোভিত।** যাঁর দৃষ্টি মৃদু হাসিতে পূর্ণ এবং **যিনি হস্তে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করে আছেন।** যিনি সকল লোককে মোহিত করেন, রক্তবর্ণের মালা, ভূষণ ও বস্ত্রে সজ্জিতা এবং যাঁর দেহের কান্তি জবা ফুলের ন্যায় উজ্জ্বল।